যায়যায়দিন

তারিখ ... 3 APR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...

বাউবিতে হরতালে অফিস না করেও শতভাগ উপস্থিতি

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের বোর্ডবাজার এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হরতাল হলেই অফিসে অনুপস্থিত থাকেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমনকি হরতালের পরদিন অফিসে গিয়ে হাজিরা বইতে আগের দিনের স্বাক্ষর দেয়ারও অভিযোগ রয়েছে। আর দীর্ঘদিন ধরে এভাবে চলে আসার ফলে এখন এটি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মঙ্গলবার ১৮ দলীয় জোটের দিনব্যাপী হরতাল ছিল। সেদিন সকাল সাড়ে ১১টার দিকে বাউবিতে গিয়ে দেখা গেছে, পুরো ক্যাম্পাসে ভুতুড়ে পরিবেশ বিরাজ করছে। বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগে কর্মকর্তাদের কার্যালয়ে বড় বড় তালা ঝুলছে। দুপুর ১২টার দিকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ভবনে গিয়ে দেখা গেছে, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মুজিবুল হক ছাড়া অন্য কোনো কর্মকর্তা উপস্থিত নেই। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আসাদুজ্জামান উকিল, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নাজনীন নিগার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা (স্টোর) আবদুল লতিফ, অডিট অফিসার সাইফুল ইসলাম, স্টুডেন্ট সাপোর্ট সার্ভিসেস বিভাগের পরিচালক এ কে এম মর্তুজা, সেকশন অফিসার শামস জেরিনসহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধানরা অফিসে আসেননি এবং তাদের কক্ষে তালা ঝুলছে।

পরীক্ষা বিভাগের এমএলএসএস রফিকুল ইসলাম জানান, ৩৬ জন কর্মচারীর মধ্যে মঙ্গলবার ৪ জন হাজির হয়ে হাজিরা বইতে স্বাক্ষর করেছেন। অন্যরা অনুপস্থিত রয়েছেন। গেল ১৮ মার্চ হরতালের দিনও তারা আসেননি। তবে পরদিন এসে সবাই হাজিরা বইতে স্বাক্ষর করেছেন। একই বিভাগের সহকারী প্রোগ্রামার হাফিজুর রহমান জানান, হরতালে তিনি অফিসে এলেও তিনি হাজিরা বইতে স্বাক্ষর করতে পারেননি। কারণ তাদের হাজিরা বই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কক্ষে তালাবদ্ধ রয়েছে। তিনি আরো জানান, এদিন কর্মকর্তাদের হাজিরা বইতে স্বাক্ষর করতে হয় না।

বাউবির ট্রেজারার শান্তি নারায়ণ ঘোষ বলেন, 'এখানে কর্মরত অনেকেই আসেন ঢাকা থেকে। চার বছর ধরে এখানে কর্মরত আছি। এ সময়ে দেখছি, হরতাল হলে বেশিরভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারী অফিসে যান না।'

হিসাব বিভাগে অডিট অফিসার সঞ্জয় কুমার পাল জানান, আজ হরতাল থাকায় এ বিভাগের ৫০ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৫-৬ জন উপস্থিত আছেন। যারা আজ অনুপস্থিত আছেন তারা পরদিন বুধবার অফিসে এসে আগের দিনের হাজিরা ধরে স্বাক্ষর করবেন। যে কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে হাজিরা বই থাকে তিনিও আজ আসেননি।

বাউবির ভিসি প্রফেসর ড. এমএ মাননান হরতালে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুপস্থিত থাকার কথা স্বীকার করে বলেন, 'কয়েকদিন আগে আমি এখানে ভিসি হিসেবে যোগ দিয়েছি। তবে যাতে হরতালেও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অফিসে যোগ দেন, এ বিষয়ে দু-এক দিনের মধ্যে সার্কুলার জারি ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হবে। তবে জট কাটিয়ে উঠতে শনিবারও খোলা রাখা হবে।'